বেজিং সম্মেলন

ও

নারীসমাজ

নাসীর আহমদ

উৎসর্গ

ভাবীসাহেবা মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগমের স্মরণে—

তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে এই বছরে ১৯৯৫ সালের ৯ই জুলাই।

তোমারও আগে চলে গেছে ছোটভাই ইউসুফ বুকভরা ব্যথা দিয়ে।

তোমরা আমাদের আগে চলে গেছ। আমরাও শীগগির তোমাদের সাথে মিলিত হবো।

আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের গোনাহ মাফ করুন ও বিচারের দিনে আমাদের সকলের হিসাব সহজ করে নিন।

খাকছার—নাসীর আহমদ

বেজিং সম্মেলনের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

চীনের রাজধানী বেজিং-এর অদূরে ১২ দিনব্যাপী (৪—১৫ সেপ্টেম্বর, '৯৫) চতুর্থ আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন শেষ হয়েছে। দেড়শো পাতার এক দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল নারীর অধিকারের নামে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলিম জগতের উপরে পাশ্চাত্যের দাদা-গিরিকে প্রতিষ্ঠিত করা। নারী সম্পর্কে পাশ্চাত্য মূল্যবোধকে অন্যান্যের উপরে চাপিয়ে দেওয়া। কায়রো সম্মেলনের পর বেজিং সম্মেলনেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। পাশ্চাত্য মূল্যবোধ হলো নারীকে অসতী বানানো। তার সতীত্ব ও মাতৃত্বের পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা। এ দুটি মহা মূল্যবান সম্পদ থেকে তাকে বঞ্চিত করার জন্য তাকে পারিবারিক আশ্রয়ের তত্ত্বাবধান থেকে বার করে আনা যাতে হায়েনার দল তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তারা এই মূল্যবোধ প্রচার করতে চায় যে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক মানুষ। মানুষই ঠিক করবে মানুষ কোন পথে চলবে। এ ব্যাপারে অহি, নবুয়ত, পরকালতত্ত্ব ও তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঐশী আইনের বেড়াজাল থেকে পারিবারিক জীবনকে মুক্ত করতে হবে যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে মুক্ত করা হয়েছে। নীতি-নৈতিকতাহীন রাজনীতি, অর্থনীতি মানুষের জীবনে এনেছে সংঘাত ও নৈরাশ্য। এই রাজনীতিতে দুর্বল তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সর্বহারার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সে একাবারে স্বর্গচ্যুৎ রাষ্ট্রীয় গোলাম, ক্রীতদাসেরও অধম। অর্থ-নৈতিক সাম্য আনতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বদৌলতে একাবারে

দেউলে। সামাজিক সৌহার্দ্য আনতে গিয়ে এই মূল্যবোধ সমাজকে রসাতলে নিয়ে গেছে। এখন পাশ্চাত্য নিজেদের পারিবারিক জীবনকেও ধ্বংস করেছে। প্রাচ্য শক্তিমান পাশ্চাত্যের মানসিক, আর্থিক, রাজনৈতিক গোলামীর কারণে নিজস্ব কোন মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারেনি বরং নিজেদের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধকে আবর্জনা জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে। পাশ্চাত্য তাদের তাঁবেদার তল্পীবাহক শাসকদের মাধ্যমে একাজ করেছে। এই তাঁবেদাররা স্বাধীন নয়, স্বাধীনভাবে পাশ্চাত্যের মোকাবেলা করার জন্য যে প্রবল নৈতিক মূল্যবোধ, আত্মিক ও মানসিক বল থাকা দরকার তা তাদের নেই। এই পাশ্চত্যের পা-চাঁটা শাসকরা তাদের অর্ধনষ্ট জনগণকে কোন স্বতন্ত্র নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতেও দেয়নি। ফলে শাসক ও জনগণ পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতার, অশ্লীলতার হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। খোদায়ী সার্বভৌমত্ব ও ঐশীমূল্যবোধ ও আইন অস্বীকারকারী ইবলিশের এই এজেন্টরা এখন সবদিক থেকে শূন্যহস্ত। ইবলিশ তাদের বাঁধনহারা করে যে মুক্তির সুখস্বপ্ন দেখিয়েছিল তারা তা তো পায়ইনি অধিকন্তু আর্থিক মন্দাবস্থা তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। প্রাচ্যের লোকেরা যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের টোপ না গেলে তাহলে তাদের বিলাসদ্রব্যের খরিদ্দার জুটবে না, সব ছেলেপুলেদের জন্য ফুরিয়ে যাবে, ফলে তাদের আর্থিক প্রাধান্যও নষ্ট হবে, যে আর্থিক প্রাধান্যের কারণে তারা প্রাচ্যের উপর মোড়লী করছে। অর্থ না হলে তাঁবেদারদেরও প্রাচ্য জনগণের উপর চাপিয়ে রাখা যাবে না বরং জনগণ তাঁবেদার ও তাঁবেদারদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। তাই আর্থিক অনটন ও জন-বিস্ফোরণ তত্ত্বের গালগল্প ফেঁদিয়ে নারী-

সমাজকে পারিবারিক তত্ত্বাবধান থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এজন্য তাদের সতীত্ব, মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করার জন্য বৈবাহিক জীবন থেকে সরিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে সামিল করতে হবে যাতে তারা পারিবারিক জীবনযাপনের সুযোগ না পায় অন্ততঃ পূর্ণভাবে পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব পালন করতে না পারে। যৌনলিপ্সা পূরণের জন্য সমকামিতা অথবা বিবাহবহির্ভূত মিলন এবং অবৈধ সন্তান নষ্ট করার অধিকার প্রদানকে নারীর অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবা হয়েছে। এতে উন্নতি তো হবেই না অধিকন্তু মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক অশান্তিতে নরনারীর জীবন অসহনীয় হয়ে উঠবে। পুরুষ ধর্ষণ-কামী, নারী ধর্ষিতা হবে, সন্তান নষ্ট হবে। জীবিত সন্তানগুলোও এই পরিবেশে সুস্থ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে না। অবশ্য কেউ বিশ্বসুন্দরী, মেনকা, রম্ভা, উর্বশী হবে, হবে হেলেন। ফলে ট্রয় ধ্বংস হবে, সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই বেধে যাবে। দেশ ধ্বংস হবে। কেউ কেউ দেবী, পরম পূজ্য দেবী হবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করবে আর বাহ্যত 'মিস' থেকে কোন সুযোগই সে মিস করবে না। এভাবে দেবী রাজনৈতিক লম্পটদের দেবদাসী হবে। ফলে মন্দির ও গীর্জা থেকে যে দেবদাসী প্রথা শরীয়তের প্রভাবে উঠে যেতে বাধ্য হয়েছিল তা আবার ফিরে আসবে। বেজিং সম্মেলনের সময়েই পুরীর মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের ইণ্টারভিউয়ের খবর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা! সম্মেলনে আবার ভারতের ব্রাহ্মণ্যলবী বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। পাশ্চাত্যের মনিটর হচ্ছে ইহুদীলবী। বৌদ্ধলবী এখনও আত্ম-আবিষ্কার করতে পারেনি। খৃষ্টানলবী ভ্যাটিকানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করছে। ইসলামীলবী শরীয়ত-

বিরোধী পারিবারিক মূল্যবোধ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুদান স্পষ্ট বলেছে তাদের দেশে শরীয়তী শাসন প্রচলিত, তারা শরীয়তের বিরুদ্ধে যেতে অক্ষম। ইরান, সৌদী আরব তো বটেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পাশ্চাত্যের তাঁবেদার শাসকরাও গণ-অসন্তোষের ভয়ে পাশ্চাত্য পারিবারিক মূল্যবোধকে চাপিয়ে দিতে অক্ষম। এখন প্রাচ্যের শাশ্বত মূল্যবোধ আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করছে। তাদের আত্মিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হলে তারা প্রসারমুলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং এ ব্যাপারে তারা ইঞ্জিলওয়ালাদের সাহায্যও পাবে, পাবে যুলকিফল বা কপিলাবাসীর অনুসারীদের সাহায্যও। লক্ষ্যযোগ্য ভ্যাটিক্যান পাশ্চাত্য মূল্যবোধের পোঁ না ধরায় জাতিসংঘে তার যে মর্যাদা রয়েছে তা কেড়ে নেওয়া হবে বলে হুমকী দেওয়া হয়েছে। চীন সবচেয়ে বড় বৌদ্ধদেশ। আজও সেদেশে বুদ্ধ, কনফুসিয়াস প্রভৃতির প্রভাব বিরাট। এসব মহাপুরুষরা কেহই পুরুষের বিরুদ্ধে নারীকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেননি। কেউ বলেননি সন্ন্যাসিনী হও, সমকামী হও, পুরুষের সংস্পর্শ থেকে পালাও। সন্ন্যাসী সংঘ অথবা সন্ন্যাসিনী সংঘ কায়েম করলে সমকামিতা অপরিহার্য। পাশ্চাত্যের নারীবাদীরা সাংসারিক জীবনের দায় এড়িয়ে যে নারীবাদী সংঘ কায়েম করেছে তা তাই সমকামিতা থেকে মুক্ত নয়। তারা সমকামিতাকে তাদের সার্বজনীন মানবীয় অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতটা নির্লজ্জ পাচ্যের সাধু-সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীরা ছিলেন না। তারা যা করতেন লুকিয়ে চুরিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে-আবডালে করতেন, করতেন অপরাধী মন নিয়ে কিন্তু এরা এটা করেন প্রকাশ্যে অধিকার জ্ঞানে। এরা

নয় যদিও তা ধর্মের নামে করা হয়। অশ্লীলতার বাহক ধর্মগুলিকে আল্লাহ ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেননি, কারণ অশ্লীলতা, বেহায়াপনার সাথে খোদার কোন সম্পর্ক নেই কারণ বেহায়ার আদেশদাতা পৃষ্ঠপোষক মানুষ ও মনুষ্যত্বের দুশমন শয়তান। মহান আল্লাহ বলেন, "এই লোকেরা যখন কোন লজ্জাকর কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপদাদাকে এইসব কাজ করিতে মশগুল পাইয়াছি আর আল্লাহই আমাদিগকে এইরূপ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে বল, আল্লাহ লজ্জাকর কাজ করার হুকুম কখনই দেন না। তোমরা কি খোদার নামে সেইসব বল, যাহা খোদার কথা বলিয়া তোমরা মোটেই জান না।"

ভারতে রজনীশ আশ্রমে যেসব অপকাজ হতো তা তো ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার নামেই হতো, যারা এসব কাজে লিপ্ত হতো তারা কোন প্রকার অপরাধী মন না নিয়েই এসব করতো। এটাকে তারা আর্ট বা শিল্প মনে করেই করে এবং একাজে তাদের নারী সমাজ পুরুষসমাজ অপেক্ষা অধিক প্রাগ্রসর। ভারতের দেবালয়-গুলিতে বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের দেবালয়গুলিতে বিশেষভাবে কোণারকের সূর্যমন্দিরে নগ্ননারীদেহের বেসাতি ছিল সবচেয়ে বেশী। খোদ কাবাতেও ইবরাহীমপন্থীরা বা তথাকথিত ব্রহ্মানুসারীরা এই কাজ করতো। তারা হজের পবিত্র অনুষ্ঠানকে মেলায় পরিণত করেছিল এবং নগ্ন হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করতো। এ ব্যাপারে তাদের নারীসমাজ আরও একধাপ অগ্রসর ছিল।

আদম-সন্তানের এই বহুকাল ধরে চলে আসা বিভ্রান্তির সংশো-ধনের জন্য হযরত মোহাম্মদকে নির্দেশ দেওয়া হয়, "তাহাদের বল, আমার খোদা তো ইনসাফ ও সততা-সত্যতার হুকুম দিয়াছেন এবং

তাঁহার হুকুম এই, যে প্রতিটি ইবাদতে স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখিবে, তাঁহাকেই ডাক ; স্বীয় দ্বীনকে একমাত্র তাঁহারই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ কর। তিনি তোমাদেরকে এইবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন তেমনিভাবে তোমাদিগকে আবার পয়দা করা হইবে।"

—(আরাফ—২৯)

আসলে দেবদেবীগুলো শয়তানের প্ররোচনায় বল্গাহীন কল্পনায় মানব কর্তৃক সৃষ্ট। তাদের জন্মকাহিনীও অশ্লীলতায় ভরপুর। এই দেবদেবীর নামেই মানুষকে অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত করা হয়েছে। পরকীয়া প্রেম দেবদেবী থেকে জাত। বেহায়াপনার উৎস এদের যৌন-সাহিত্য। এজন্য জীবনযাপন প্রণালীকে দেবদেবী সংস্পর্শশূন্য খোদার আদেশের অনুবর্তী করতে বলা হয়েছে। দ্বীন বা জীবন-ব্যবস্থাকে হতে হবে মানুষের মনগড়া কল্পনা অথবা কল্পনাসৃষ্ট দেবদেবীর রেফারেন্সশূন্য, অন্যথায় তা অশ্লীলতাপূর্ণ হবে। এ ব্যাপারে বহুঈশ্বরবাদী ও নাস্তিকের মধ্যে কোন ফারাক নেই। এ থেকে বাঁচতে পারে কেবল এক আল্লাহর অনুসারীরা কিন্তু অন্যেরা বিভ্রান্তির শিকার হবেই। মহান আল্লহ বলেন, "একদলকে তো তিনি সোজাপথ দেখাইয়াছেন কিন্তু অপরদলের উপর ভ্রান্তি ও গোমরাহী চাপিয়া বসিয়াছে। কেননা তাহারা খোদার পরিবর্তে শয়তানগুলিকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানাইয়া লইয়াছে ; তাহারা মনে করে যে, আমরা খুব সোজা ও সঠিক পথেই রহিয়াছি।"

বিভ্রান্তির কারণ ও বিভ্রান্ত লোকেদের মানসিক অবস্থা এখানে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরা বাহ্যতঃ আদম-সন্তান হলেও প্রকৃতপক্ষে শয়তানের শিষ্য। এরা আদমী হতে পারেনি, হয়েছে পশু বা পশুর থেকে অধম। যারা কেবলমাত্র আল্লাহকে

মানে, তাদের আচার-আচরণ হতে হবে শ্লীল। তাদের অশনে-বসনে হতে হবে সুসজ্জিত বিশেষতঃ যখন তারা খোদার সামনে হাজির হবে। ধার্মিক লোকের খোদার সামনে সর্বাধিক মার্জিত ভদ্রবেশে হাজির হওয়া উচিৎ কেননা এটা উলঙ্গপনার প্রতিরোধশক্তি হিসাবে কাজ করে। আদমী বা মানুষ হওয়ার জন্য এটা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন, "হে আদম-ওন্তান! প্রত্যেকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হইয়া থাক। আর খাও, পান কর এবং সীমালঙ্ঘন করিও না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"—(আরাফ—৩১)

প্রাচ্যের সাধু-সন্ন্যাসীরা এবাদতের জন্য দিগম্বর সাজাকে বাধ্যতামূলক জ্ঞান করেছে। এই ভ্রান্তির উদ্গাতা জৈন সাধুরা। এর প্রভাব পড়েছে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের উপর। স্বামী বিবেকানন্দ কাপড় পরলেও এবং জৈন প্রভাবে গান্ধীজী দিগম্বর না হলেও অর্ধোলঙ্গ নগ্ন ফকীর হিসাবে জীবনযাপন করেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীরা খাওয়া-পরায় বীতরাগ। ইসলাম এটাও যেমন পছন্দ করে না তেমনি ভোগোন্মত্ত হওয়াও পছন্দ করে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় এই দ্বিবিধ বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম এই ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির অপনোদন করেছে, "হে নবী! ইহাদের বল, আল্লাহর সেসব সৌন্দর্য অলঙ্কার কে হারাম করিয়াছে যাহা আল্লাহতায়ালা তাহার বান্দাদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন এবং খোদার দেওয়া পাক জিনিষসমূহকে কে নিষিদ্ধ করিয়াছে? বল, এই সমস্ত জিনিষ দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্যই; আর কিয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাহাদের জন্যই হইবে।

এইভাবে আমরা আমাদের কথাসমূহ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করি যাহারা জ্ঞান রাখে তাহাদের জন্য।"—(আরাফ—৩২)

ইসলাম বৈরাগ্যবাদ, উলঙ্গপনা বর্জন করে দুনিয়াকে খাওয়পরা শিখিয়েছে, শিখিয়েছে বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে দুনিয়ায বসবাস করতে। খাওয়াপরা, অশনবসনে সুসজ্জিত হওয়া হারাম নয়। হারাম তাহলে কি? মহান খোদা বলেন, "নির্লজ্জতার কাজ—প্রকাশ্য বা গোপনীয়, খোদার আদেশ পালনে শৈথিল্য বা অনীহা, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। আরও এই যে আল্লাহর সহিত তোমরা কাহাকেও শরীক মনে করিবে যাহার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ নাযিল করেন নাই এবং আল্লাহর নামে এমন কথা বলিবে যাহা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই।"—(আরাফ—৩৩)

নির্লজ্জতার কাজ হচ্ছে জেনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, উলঙ্গপনা, বেপর্দা ও অশালীন বেশবাস করা। বিবাহ-বহির্ভূত যৌনজীবন-যাপন, দেবদাসী, কলগার্ল, প্রমোদবালা, নর্তকী, বাঈজী প্রভৃতি হওয়া প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যেভাবেই হোক, আর্টের নামেই হোক আর আধ্যাত্মিকতার নামেই হোক। দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হলো আল্লার আদেশ পালনে গাফলতি, গড়িমসি, অনীহা। তৃতীয় বিষয় হলো আল্লাহ সত্য-মিথ্যার যে মানদণ্ড ঠিক করে দিয়েছেন, নরনারীর যৌথজীবনের ও যৌনজীবনের যে নিয়মকানুন করে দিয়েছেন তার বিরোধিতা। এটা সাধুতার নামেই হোক আর সভ্যতার নামেই হোক। বিয়ে করবো না, নারীকে ছোঁব না, তার সংস্পর্শে যাব না, কামিনীকাঞ্চন পাপ এসবই সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। আবার নারী হয়ে জেদ পুরুষের কণ্ঠহার হবো না, পুরুষের ঘর করবো না, পুরুষের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবো না, সংসার-জীবনের দায়-

দায়িত্ব পালন করবো না কেবল সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে থাকবো এও বাড়াবাড়ি। নারী মা না হলে, পুরুষ পিতা না হলে, সমাজ-রাষ্ট্র থাকবে কি করে? নারীরা সন্তান ধারণ, পালন করবে না, পুরুষের কাজ সমাজ ও রাষ্ট্র সামলানোয় বেশী বেশী অংশগ্রহণ করে পুরুষকে বেকার হতে বাধ্য করবে এটাও বাড়াবাড়ি। সমাজবন্ধন ছিন্ন করা যেমন পাপ তেমনি সমাজের গোলাম হওয়াও পাপ। এই পাপের উৎস হলো শের্ক—খোদা ও খোদার বিধানকে পাশ কাটাবার জন্য যার জন্ম দেওয়া হয়েছে। মানুষ এখানে নিরঙ্কুশ স্বাধীন নয়। সে কল্পনায় বুঁদ হয়ে স্বেচ্ছাচারিতার পথ অনুসরণ করে বেঁচে যাবে না বরং একটা নির্দিষ্টকাল পরে সে তার ধ্বংসাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে যেমন হুদ, সালেহ, লুতের জাতি হয়েছিল। যে পরিণতির সামনে কোণারক, অজন্তা, ইলোরা, মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পার লোকেরা হয়েছিল, সেই পরিণতি সত্যদ্রোহী জাতিসমূহের জন্যও অপেক্ষা করছে, "প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। মীয়াদ যখন পূর্ণ হয় তখন এক নিমেষ আগে পরে হয় না।"– (আরাফ ৩৪)

পবিত্র কোরানের পূর্বোক্ত দিক্-নির্দেশের ফলে বেজিং সম্মেলনে মুসলিম মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী হয়েছেন। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরের (১৬—৩১) *Dalit Voice* পত্রিকায় এই সম্মেলনে মুসলিম মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা এই—

"বেজিং-এর মহিলা সম্মেলনকে কেউ এমনকি আমিও (রিপোর্টার) তেমন গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করিনি অথচ সেখানে ঘটে গেছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা":

(১) ভারতসহ কোন দেশ কিংবা ভারতের হিন্দুধর্ম তার ধর্ম থেকে কোন অবদান যোগাতে পারেনি।

(২) তুনিয়ার কোন ধর্মই কোন অবদান যোগাতে পারেনি।

(৩) সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা ঘটেছে তা হচ্ছে মুসলিম-অমুসলিম দেশের মুসলিম মহিলারা এই সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন। তারা তাদের মাতৃভাষায় নারীত্ব ও নারীর অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের অবদানকে তুলে ধরেছেন। আমার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি ভাবতে পারিনি যে, এত ভাষায় এত উচ্চশিক্ষিতা ইসলাম-অভিজ্ঞ মহিলা রয়েছেন। ইসলামের উপর এমন উচ্চাঙ্গের ভাষণ মেয়েরা প্রদান করতে পারে তা ভাবিনি এত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ যা তুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মওলানাদের ভাষণের থেকে উৎকৃষ্টতর। ইসলামের এই জ্ঞানভাণ্ডার কোরান-হাদীসের অবদান।

হিংসুক প্রচার মাধ্যম ঃ প্রত্যেকেই হতভম্ব। এতটা হতভম্ব যে ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু সংবাদমাধ্যম সম্মেলনের প্রদত্ত বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ব্ল্যাকআউট করে।

প্রকৃত-প্রস্তাবে ৭৫% প্রস্তাব মুসলিম মহিলারাই প্রস্তুত করেছেন যেমন বাবাসাহেব আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনা করেছিলেন।

ব্যাঙ্গালোরের নবগঠিত *Muslim Women's Intellectual Forum*-এর উচিত ২৮শে আগষ্ট থেকে ৬ই অক্টোবরের মধ্যে প্রদত্ত বেজিং সম্মেলনের কার্যবিবরণী সংগ্রহ করা, কারণ ঐ সময়ই মুসলিম মহিলারা বক্তব্য রেখেছিলেন। কোন কোন পত্রিকায় অংশবিশেষ

প্রকাশিত হয়েছে। যাচায়ের জন্য ইরানী, সৌদী, আলজিরিয়ান, ব্রিটিশ, আমেরিকান, নাইজিরিয়ান পত্রিকাগুলো দেখা দরকার।

বিলাসিনী নারীবাদীরা—ভারত থেকে প্রায় ২০০জন মহিলার প্রতিনিধিদলটি কেবল গরীবীর জন্য অশ্রুবর্ষণ করেছেন আর বলেছেন এটাই নারীদের সকল সমস্যার মূল্য। অতঃপর তারা ধনীদেশ-গুলোর কাছে ভারতের মহিলা-প্রকল্পে অর্থের জন্য যাচ্ঞা শুরু করেন।

কিন্তু এসব মেয়েরা কারা? গরীবদের মধ্যেও যারা গরীব সেই দলিত নারীরা ভারতীয় প্রতিনিধিদলে অনুপস্থিত। তাহলে এই মহিলারা কারা? তারা হচ্ছে সেই *"Fashionable feminists on a joy ride to Bejjing (D. V. J. 1, 95, P.-7)"*

বোম্বে বারাঙ্গনা ঃ বোম্বে প্রায় ৮০,০০০ হাজার বারাঙ্গনা-নির্ভর যৌনকর্মী আছে। এর মধ্যে ২০,০০০ রয়েছে কামাতিপুরায়। এর ৪০% দলিত মহিলা। উচ্চবর্ণ প্রভাবিত মহিলা সংস্থাগুলো এজন্য এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না বলে অভিযোগ। তাহলে এরা কি নারী নয়? সম্ভবতঃ নয়।—সংবাদ সূত্র *Dalit Voice, Sept. 15, 1995*

এই হচ্ছে দলিত বুদ্ধিজীবীদের অভিমত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলাদের অভিযোগ এর থেকে কম নয়। এখন তাদের সম্প্রদায়গত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীপরিচয়ও খতম করা হচ্ছে যাতে তাদের শূদ্রাণী করা যায়।

বেজিং সম্মেলন ও নারীসমাজ

বেজিং সম্মেলনে মহিলাদের প্রসংগ আলোচিত হলেও মহিলাদের মৌল সমস্যা কি তা মহিলারাই বুঝে উঠতে পারেননি। শেষপর্যন্ত যেটা বোঝা গেছে তা হচ্ছে এই যে, মেয়েরা ঘরে ঘর-গৃহস্থলীর যে কাজ করেন তার দাম পান না। তার দাম তাদের পাওয়া উচিত। এজন্য তাদের ইউনিয়ন করতে দেওয়া যায় না কারণ তারা হাড়িবন্ধ করলে সভ্যতার দম বন্ধ হয়ে বাবে। তারা প্রাথমিক অথচ মহামূল্যবান কাজ করেন অর্থের মূল্যে যার মূল্য দেওয়া যায় না। অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেওয়াটাও কোন সঠিক পদক্ষেপ নয়। তাছাড়া তাদের কাজের মূল্য কে দেবে? স্বামী না সরকার? প্রাচ্যে পুরুষ নিজেই পর্যাপ্ত পয়সা পায় না তো নারীকে পয়সা দেবে কোথা থেকে? সরকারগুলো সুদ করে দেশ চালায়, আসল তো দূরের কথা সুদ দিতেই পারে না, সে তার কর্মচারীর বেতন দিতে পারে না তো মেয়েদের কি দেবে? তাই অবস্থা যেমন চলছে তেমনই চলবে। তবু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো তা হচ্ছে এই যে তারা এতদিন পরে সেই সমস্যা নিয়ে ভাবছেন যে সমস্যা নিয়ে কোরান দেড় হাজার বছর আগে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলো হলো এইরূপ—

(১) নারীপুরুষ একই প্রজাতি, উভয়ের মানবীয় অধিকার সমান তবে নারী দুর্বল হওয়ার কারণে কিছু কিছু ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। নারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পুরুষকে নিতে হবে। কন্যা, বধূ ও মাতা হিসাবে সমাজে তার ভূমিকা থাকবে। সে পুরুষের পরিপূরক, পুরুষও তার পরিপূরক।

(২) উভয় পক্ষের ওলীর (গার্জেন) সম্মতিতে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে তাকে মোহরানা দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার আগেই তাকে পয়সা দিতে হবে।

(৪) তাকে মর্যাদা, রুটি, কাপড় আউর মাকান দিতে হবে; তাকে পূর্ণ নিতাপত্তা দিতে হবে।

(৪) পিতা, স্বামী ও সন্তানের সম্পত্তির অংশ সে পাবে।

(৫) ঘর-গৃহস্থালীর কাজের মূল্য তাকে দিতে হবে।

(৬) সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর দাম সে পাবে।

(৭) সে যা উপায় করবে তার মালিক সে হবে।

(৮) সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার তার থাকবে তবে তা পারিবারিক বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে নয়।

(৯) তার তালাকের আবেদন করার অধিকার থাকবে।

(১০) তার যৌন-অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(১১) তাকে তালাক দিলে তার সমস্ত প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(১২) তালাক দেওয়ার আগে মীমাংসার সকল পথ ও পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৩) নাবালক সন্তান তার কাছে থাকবে তবে তার প্রতিপালনের ভার থাকবে সন্তানের পিতার উপর।

(১৪) তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেওয়া যাবে না। তার বাপ তোলা যাবে না। এ ধরণের বহুতর অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে যা খেলাফতের পতনের পরে নারীরা পায়নি এবং আবার খেলাফত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তারা পাবে না। এজন্য পুরুষের পাশাপাশি তাদেরও সংগ্রাম করতে হবে।

কোরান, হাদীসে যা দেওয়া হয়েছে সেই কাঠামোর মধ্যে আরও অনেককিছু দেবার অবকাশ রয়েছে। এ ব্যাপারে পুরুষের ন্যায় মহিলা গবেষক প্রয়োজন। জাহেলিয়াতের আঁধারের বোরকা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নারী-পুরুষকে কোরান, সুন্নাহ ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও অসুবিধার ভিত্তিতে বাস্তবমুখী চিন্তার প্রয়োজন। অসুবিধার কথা এজন্য বলছি যে, এখন সর্বত্রই মানুষ মানুষের গোলাম। মানুষের গোলামীমুক্ত ঐশীগোলামীযুক্ত সমাজ গঠিত না হলে পূর্ণ অধিকার পাবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের আজকের দুরবস্থার জন্য কোন একক কারণ দায়ী নয় বরং বহুতর কারণ দায়ী। এসব অনুধাবন ক'রে যতটা সম্ভব স্বাস্থ্যকর, মানবিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এ ব্যাপারে ইসলাম যে অবকাঠামো দান করেছে তার থেকে উৎকৃষ্টতর অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলনের সদস্যদের প্রতি

৪ঠা সেপ্টে (১৯৯৫) বেজিংয়ের অদূরে ১২ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন শুরু হয়েছে। কয়েক হাজার মহিলা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারী বেসরকারী প্রতিনিধিদল এতে অংশগ্রহণ করেছেন। কয়েকজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীও এই সম্মেলনে হাজির হয়েছেন। প্রচুর অর্থ ব্যয়, প্রদর্শনীর মহড়া ও শূন্যগর্ভ বক্তৃতা ছাড়া এই সম্মেলন থেকে মহিলারা কিছু পাবেন ব'লে মনে হয় না। ইতিপূর্বে এই ধরণের তিন তিনটে সম্মেলন হয়ে গেছে এবং তাতে অশ্বডিম্ব ছাড়া কিছুই মেলেনি। ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত কায়রো সম্মেলন তার প্রমাণ। পাশ্চাত্যের পথভ্রষ্ট পুরুষসমাজ মহিলাদের বিবস্ত্র, উলঙ্গ, ঘরবরহীনা করার পর তাকে রম্ভা, উর্বশীরূপে পেতে চাইছে। তাই অধিকার দেওয়ার নামে তার সব অধিকার হরণ করা হচ্ছে। যে নারীসমাজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারেনি সে নারীসমাজ ক্রিমিন্যাল পুরুষসমাজের ক্রীড়নক ছাড়া কিছুই নয়। এটা সত্য, নারীরা পৃথিবীতে কোথাও সুখে নেই কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীতে পুরুষরা সব সুখ-শান্তিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। নারী ও পুরুষ উভয়ই আজ উন্মার্গগামী। তারা কেউ কাউকে সুখ দিতে পারছে না, কেউ কারও থেকে সুখ নিতেও পারছে না অথচ স্রষ্টা নারীপুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন উভয়ের সন্তোষ বিধানের জন্য। তারা ছিল পরস্পরের পোষাক-পরিচ্ছদের ন্যায় আচ্ছাদন-আবরণ ও আরাম, স্রষ্টা তাদের পারস্পরিক শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের জন্য বিধানও দিয়েছিলেন। এই বিধানকে নষ্ট করেছে

পুরুষ তার স্বস্বার্থে। স্রষ্টার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে এই লোভী পুরুষের কামনার দাসী হয়েছে নারী। স্বৈরাচারী পুরুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নারী আসিয়া সম্পর্কে বিশ্বের নারীসমাজ আজ অজ্ঞ, অজ্ঞ ঈশা-জননী হযরত মরিয়মের পুত পবিত্র সংগ্রাম সম্পর্কে। মিশরের রামরাজা ফেরাউন যখন সন্তানহত্যাকে রাষ্ট্রীয় নীতি বানিয়ে নিয়েছিল তখন পরের সন্তানকে ফেরাউনপত্নী বুকে করে মানুষ করেছিলেন। ফেরাউনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে খোদার উপর নির্ভর করে সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছিলেন তিনি। তাঁরই পালক-পুত্র মুসা ফেরাউনের গদী উল্টে দিয়েছিলেন। ঈশাজননী মরিয়ম পুতপবিত্র হয়ে খোদানুগত্যের পথ গ্রহণ করে এমন পবিত্র পুত্রের জন্ম দিলেন যিনি রোমান ও ইহুদী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মানবসমাজকে পথ দেখালেন। ইবরাহীমের (আঃ) সংগ্রামী সাথী সারা ও হাজেরাকে দেখুন, মিশর থেকে মক্কা-মদীনা পর্যন্ত তাঁদের সন্তানরা বিরাট ভূভাগে বিপ্লব সাধন করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) নবীপত্নী খাদিজা, আয়েষা ও নবীনন্দিনী ফাতেমাকে দেখুন, তাঁরা নারীসমাজকে কোথায় তুলে দিয়েছেন। তাঁদের সকলের হাতিয়ার ছিল নির্ভেজাল ঐশী মূল্যবোধ। সূরা মুমতাহিনার নারীসমাজকে দেখুন। এঁরা পথ পেয়েছিলেন উম্মুল-কেতাব (সব কেতাবের উৎস) কোরান থেকে। কোরান বাহ্যতঃ দেড় হাজার বছরের রচনা হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে এ আক্ষরিক অর্থেও এক কালাতীত গ্রন্থ। এতে রয়েছে স্রষ্টার পরিচয় যাঁর কোন বয়স নেই, এতে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, মানবজাতির জন্মবিবরণ, রয়েছে নূহ থেকে মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ পরবর্তী ঘটনাসমূহের সংবাদ। এ কালাতীত গ্রন্থের রচয়িতা কালজয়ী লাশরীক আল্লাহ। তিনি শুধু নাস নয়

নেসাদের সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। সূরা নেসা বা নারী বিষয়ক স্মূরায় তিনি নরনারীর কল্যাণের মূল স্মূত্রের সন্ধান দিয়েছেন, "হে জনগণ (নারী ও পুরুষ সমাজ) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মুরুব্বীকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে একটি প্রাণ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহা হইতেই উহার জুড়ি তৈয়ার করিয়াছেন এবং এই উভয় হইতেই বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। সেই খোদাকে ভয় কর যাহার দোহাই দিয়া তোমরা পরস্পরের নিকট হইতে নিজের নিজের অধিকার দাবী কর এবং আত্মীয় স্মূত্রে ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জানিও যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখিতেছেন।"

উপরোক্ত ভাষণ স্পষ্টভাবে এ সত্য তুলে ধরেছে যে, নারীপুরুষ কেউ মুরুব্বীহীন স্বাধীন সত্তা নয়, তারা পরস্পরবিরোধী নয়। তাদের পারস্পরিক অধিকার খোদাপ্রদত্ত। তারা ইচ্ছামত অধিকারের কমবেশী করতে পারবে না বরং একে অপরের খোদাপ্রদত্ত অধিকারের হেফাজতকারী হওয়া উচিত। বিবাহের মাধ্যমে যে আত্মীয়স্মূত্র ও নৈকট্যের সম্পর্ক তা বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকা দরকার অর্থাৎ স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক পুতুল খেলনার সম্পর্ক নয়। একপথ বা উভয়পক্ষকে একে রক্ষা করায় যত্নবান হতে হবে কারণ পরিবার হচ্ছে মানবসভ্যতার ভিত্তি। এই পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস হয় এমন কোনকিছু করা নারীপুরুষের উচিত নয়। তারা কি ধরণের আচরণ অবলম্বন করে, তা খোদা পর্যবেক্ষণ করছেন।

এটা সবাই জানেন যে কায়রো সম্মেলন পারিবারিক ব্যবস্থাকে খতম করার জন্যই আহূত হয়েছিল, আহূত হয়েছিল ফেরাউনের

দেশে আধুনিক ফেরাউনদের দ্বারা। হযরত ঈশা ও মোহাম্মদের শিষ্যদের একাংশ এর বিরোধিতা করেছিল। মুসার অনুসরণের দাবীদার ইহুদীরা ও ফেরাউনের অনুচর হনুদরা ও এই অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পাশ্চাত্যের অনুচররা তখন রুশদী ও নাসরীনকে নিয়ে ঢাকঢোল পিটাচ্ছিল। এখন বেজিংয়ে যুলকিফলের বা গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা কি করে, তা দেখার বিষয়। গৌতমবুদ্ধ নারীকে তার সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন কিন্তু নারীকে স্বতন্ত্র সংগ কায়েমের অধিকার অনুমোদন করেননি। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর জামাতে নারীকে সামিল করেছেন কিন্তু নারীকে স্বতন্ত্র জামাত গড়ার অধিকার দেননি। এটাই মানবতার চিরায়ত পথ। সূরা নেসার চার রুকু পর্যন্ত এই পথ বিবৃত করবার পর ৫ম রুকুতে মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ চাহেন যে, তিনি তোমাদের সম্মুখে সেই পথসমূহ সুস্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিবেন এবং সেই পন্থানুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করিবেন যাহা তোমাদের পূর্বগামী সৎ ও আদর্শবান লোকেরা অনুসরণ করিয়া চলিত। আল্লাহ নিজের রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা রাখেন। তিনি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। হ্যাঁ, আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহেন কিন্তু যাহারা নিজেদের নফসের লালসার পায়রবী করে তারা চায় যে, তোমরা সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বহু দূরে সরিয়া যাইবে."

এই প্রবৃত্তিপূজকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিশ্বের নারীসমাজকে মুক্ত হতে হবে এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মহান আল্লাহর বিজ্ঞতার পথ, পূর্বগামী সৎ ও নেক লোকদের পথ অনুসরণ করতে হবে। আমরা কি করি না করি মহান আল্লাহ তা লক্ষ্য করছেন।

বেজিংয়ের বিভ্রান্ত মহিলাদের প্রতি মহান স্রষ্টার সতর্কবাণী

নারী হোক পুরুষ হোক কেউ খোদার সতর্ক পর্যবেক্ষণের বাইরে নয়, বেজিং সম্মেলন তো নয়-ই। দুনিয়ার অর্ধেক যে নারীসমাজ তারা যদি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গিয়ে পা পিছলে নীচে পড়ে যায়, তাহলে তাদের সাথে মানবজাতিরও বাঁচার আর কোন পথ থাকবে না। একেয়ারে স্বর্গে যেতে গিয়ে নরকে পতন আর কি। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বামুনজাদা কোরান বিশেষজ্ঞ আল্লামা ইকবাল চীৎকার করে বলেছিলেন—

“আধুনিক জ্ঞান সর্বাপেক্ষা বড় অন্ধ,
সে ছাড়িয়ে যায়নি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের সীমানা,
জীবনসেতু পার হতে গিয়ে সে নিজেই হয়েছে নিপতিত,
সে চালিয়েছে ছুরিকা তার আপন গলদেশে।”

পাশ্চাত্যের মহিলা সমাজ পুরুষ সমাজের ন্যায় সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অবতীর্ণ অহি বা নির্দেশ অগ্রাহ্য করে হাজারো বিকৃতির শিকার। দুনিয়ার যেখানে তারা তাদের বর্বর শাসন কায়েম করেছে, সেখানেই তারা কিছু স্থুলদর্শী নরনারী পয়দা করেছে যারা জীবনকে উপভোগ করবার জন্য সব নীতি-নৈতিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম লালসার গোলামরা নরনারীকে তার আসল দায়িত্ব ভুলিয়ে আকাশচুম্বী আকাঙ্ক্ষার মিথ্যা প্রতারণার ফাঁদে বন্দী করে শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছে। এই শয়তানকে তারা খোদার পরিবর্তে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, “তাহারা সেই খোদাদ্রোহী শয়তানকেও মাবুদরূপে

গ্রহণ করে যাহার উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন, যে খোদাকে বলিয়াছিল, "আমি তোমার বান্দাহদের মধ্য হইতে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই লইয়া ছাড়িব, আমি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিব, আমি তাহাদিগকে নানাপ্রকারের আশা আকাঙ্ক্ষায় জড়িত করিব, আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব এবং তাহারা আমার আদেশে জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদ করিবে। আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব এবং তাহারা আমার আদেশে খোদার গঠনে রদবদল করিয়া ছাড়িবে। যে ব্যক্তি খোদার পরিবর্তে এই শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল, সে সুস্পষ্ট ও ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হইল।

সে ইহাদের নিকট নানা প্রকার ওয়াদা করে ও তাহাদিগকে আশান্বিত করে ; কিন্তু শয়তানের যাবতীয় ওয়াদাই প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

ইহাদের শেষ পরিণতি হইবে জাহান্নাম, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায়ই তাহারা পাইবে না।

পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিবে ও সৎকাজ করিবে তাহাদিগকে আমরা এমন বাগিচায় স্থান দান করিব যাহার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হইবে এবং তাহারা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে। বস্তুতঃ ইহা খোদার সত্য প্রতিশ্রুতি এবং খোদা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হইতে পারে !

শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে, না আহলি-কেতাবের মনস্কামনার উপর। যে পাপ করিবে সে-ই তাহার প্রতিফল পাইবে এবং খোদার বিরুদ্ধে নিজের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না।

আর যে নেক কাজ করিবে—সে পুরুষ হউক আর স্ত্রী হউক—সে যদি ঈমানদার হয়, তবে এই ধরণের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হইতে পারিবে না।

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি খোদার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া দিয়াছে ও নিজের জীবনযাত্রা সততা সহকারে সম্পন্ন করে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হইয়া ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করে—সেই ইবরাহীমের পন্থা যাহাকে আল্লাহতায়ালা নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন— তাহার অপেক্ষা উত্তম জীবনযাপন পন্থা আর কাহার হইতে পারে ?

আসমান আর যমীনে যাহা কিছু আছে তাহা সবই আল্লার এবং আল্লাহ সর্বব্যপক।—(নেসা—১১৭-১২৬)

শয়তান অভিশপ্ত আর ইবরাহীম আল্লার অনুগ্রহধন্য। ইবরাহীম এজন্য মক্কায় শয়তানকে পাথর দ্বারা আহত করেছেন। ইবরাহীমপন্থী মুসা (আঃ) শয়তানের অনুচর ফেরাউনের সাথে লড়েছেন। ফেরাউন পুরুষদের হত্যা করে নারীদের পুরুষহীন, স্বামীহীন, ঘরবরহীন করতো তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেবার জন্য। আধুনিক ফেরাউনরা একই কাজ করছে। সন্তানহত্যা তো ফেরাউনী নীতি। হযরত মোহাম্মদ ইবরাহীমপন্থী মুসার মতোই সমকালীন কামকেলী ও সন্তানহত্যার বিরুদ্ধে লড়েছেন। আজ শয়তান সমকাম, সন্ন্যাস, বৈরাগ্যবাদ, ভ্রূণহত্যা, গর্ভপাত, বার্থকন্ট্রোল, বন্ধ্যাত্বকরণ প্রভৃতি কলাকৌশলের দ্বারা মানবসমাজের স্বাভাবিক বিকাশে বাধাদান করছে মিথ্যাসুখের প্রলোভন দিয়ে। লালসার এ ক্ষণিক সুখ জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে দেখা দেবে,

নারী চিরযৌবনবতী থাকবে না। তাকে মা হতে দিন। সব নারীকে ঘরবর দিন। সূরা নেসায় নরনারীকে যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে তা মেনে নিন, তা বাস্তায়িত করুন। দেখবেন স্বর্গ ধরার ধূলায় নেমে এসেছে। *Back to the Koran, Back to the Brahma or Ibrahim*. আসুন এখানে আমরা এক হই। আসুন আমরা ব্রহ্মা বা ইবরাহীমের প্রিয়তম উপাস্য এক অদ্বিতীয় আল্লার নির্দেশ মেনে নিই আর শয়তানের জন্য তুলে রাখি পাথর। ব্যভিচারী শয়তানের এজেন্ট। পাথর তার প্রাপ্য। আসুন বেজিং সম্মেলনে আমরা এই আওয়াজ তুলি 'নারীর সতীত্ব হরণকারীর উপর আমরা পাথর বর্ষণের আন্তর্জাতিক সরকারী আইন চাই।'

★

প্রকাশক—নাসীর আহমদ
বাহাদুরপুর,
খড়িয়াময়নাপুর,
হাওড়া।

প্রথম প্রকাশ—তৃতীয় বাবরী সন,
নভেম্বর, ১৯৯৫

মূল্য—৫.০০

মুদ্রণে—রয়্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, উলুবেড়িয়া (ফুলেশ্বর ফেরীঘাট),
হাওড়া।